নম্বর২০		
ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
<u> </u>		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
		হাইকোর্ট বিভাগ
		(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
		উপ <del>স্থি</del> তঃ
		বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল
		ফৌজদারী আপীল নং ৩৪৫৯/২০২১
		ইমরান শেখ
		সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।
		-বনাম-
		রাষ্ট্র
		প্রতিবাদী
		এ্যাডভোকেট মোঃ জাফর আলীম খান
		সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।
		এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
		এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
		এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
		<b>১</b> নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।
		শুনানীর তারিখঃ ০৫.০২.২০২৩, ২৬.০২.২০২৩,
		২৮.০২.২০২৩, ০৫.০৩.২০২৩, ১২.০৩.২০২৩,
		<u>১৪.০৩.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৬.০৩.২০২৩।</u>
		বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ
		বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, মাদারীপুর কর্তৃক দায়রা মোকদ্দমা নং ৩৯৫/২০১৫ (জি,আর
		নং ২৩২/২০১৫, রাজৈর থানার মামলা নং ১৮ তারিখ ২৬.০৮.২০১৫ ধারা ১৯(১) এর ৯(খ)
		মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০)-এ বিগত ইংরেজী ২৫.০২.২০২১ তারিখে প্রদত্ত রায় ও
		দন্ডাদেশে আসামী ইমরান শেখকে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৯০ এর ১৯(১) ৯(খ) এর
		অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে উক্ত ধারার অপরাধে ৭(সাত) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/-
		(দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৬(ছয়) মাস সাজা প্রদানের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।
		অত্র আপীলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে
		রাজৈর ধানাধীন টেকের হাট ব্রীজের উত্তর পার্শ্বের গোড়ায় উপস্থিত হলে আসামী ইমরান শেখ

অব আপীলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজৈর ধানাধীন টেকের হাট ব্রীজের উত্তর পার্শ্বের গোড়ায় উপস্থিত হলে আসামী ইমরান শেখ পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় টেকেরহাট ব্রীজের উত্তর পার্শ্বে জামালের পানের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর আসামীকে ধৃত করলে উপস্থিত সাক্ষী মোঃ আরিফ হোসেন সুমন, মোঃ জামাল খান ও মোঃ নজরুল ইসলামের সম্মুখে আসামী

ক্রমিক নং

তারিখ

নম্বর ...... ২০

তার পরিহিত প্যান্টের ডান পকেট হতে ৭০০ পিচ লাল গোলাপী রঙের ইয়াবা ট্যাবলেট নিজ হাতে বের করে দিলে বিগত ইংরেজী ২৬.০৮.২০১৫ তারিখ সন্ধ্যা ১৮ঃ১০ ঘটিকায় জব্দ তালিকা প্রস্তুত করতঃ সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে এজাহারকারী অত্র এজাহার দায়ের করেন। অতঃপর অদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপান্তে বিগত ইংরেজী ২২.০৯.২০১৫ তারিখে অভিযোগপত্র নং ১৮৯ দাখিল করেন। অতঃপর বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, মাদারীপুর কর্তৃক অত্র দায়রা মোকদ্দমা নং-৩৯৫/২০১৫ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৫.০২.২০২১ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্তাদেশে বর্ণিত উপায়ে সাজা প্রদান করলে আপীলকারী অত্র ফৌজদারী আপীল দায়ের করে।

নোট ও আদেশ

আপীলকারীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জাফর আলীম খান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল রাষ্ট্রপক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল মেমো ও নথী পর্যালোচনা করলাম। আপীলকারীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জাফর আলীম খান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, মাদারীপুর কর্তৃক দায়রা মামলা নং ৩৯৫/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৫.০২.২০২১ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

> "This is case under Section 19(1) (9) (kha) of te Narcotics Control Act 1990.

> The prosecution case in brief is that on dated 26.8.2015 the informant A.S.I Enamul Haq Mondal along with his companion officer S.I. Gobinda Lal Dey and companion forces Nayek-16 Sojib, Constable no 721 Nazrul Islam, Constable no 731 Horidas, constable no 755 Md. Ahsan Habib, constable-642 Al-Mamun, Constable-200-Md. Harun-or-rashid, Constable-Jafor and Constable 562 soriful were on duty to recover narcotic within the Rajoir Police Station area on the basis of D.B.G.D No 161 dated 26.8.15. When they were in the Takerhut Police point in Rajoir thana, on the basis of secret information the informant informed that by the north side ending point of Takerhut bridge, a person is carrying narcotics for sell. Upon information, the

ক্রমিক নং তারিখ নোট ও আদেশ informant along with the companion force reached that place and took possession and caught a person in front of Jamal's shop which is north side of that Takerhut bridge according to the secret information and that person was trying to escape. In presence of witness Md. Arif Hossain Sumon and Md. Jamal Khan and companion force Constable Md. Nazrul Islam, upon interrogation that person disclosed his name Emran Shake and also disclosed address and also confessed that he is carrying narcotic with him and he himself handover 700 pieces of yaba tablet which were within a transparent polythin packet which were in his right side pocket of his wearing pant. Thereafter S.I Gobinda Lal Day seized those 700 pieces of yaba tablet, has prepared the seizer list at time 18.10 on that dated 26.8.15 and took signatures of the witnesses and he himself put his signature. Then the raiding force after completing that operation returned to the concern police station along with accuse person and alamot and the informant lodged F.I.R. Officer-in-Charge of Rajoir Police Station, initiates RajoirPolice Station Case No.18(8)15 under sections 19(1)(9)(kha) of the Narcotics Contron Act 1990 and send

Officer-in-Charge of Rajoir Police Station, initiates RajoirPolice Station Case No.18(8)15 under sections 19(1)(9)(kha) of the Narcotics Contron Act 1990 and send the case to O.C. D.B appoints I.O. to investigate the case. After investigation S.I. Gobinda Lal submits charge Sheet no.189 on 22.9.15. The learned Magistrate first class sends the case to the Court of Sessions Judge and the case in renumbered as Sessions Case No.395/15. The Honorable District and Sessions Judge transferred the case to this present Court and charge has framed against the accused under section 19(1)(9)(kha) of the Narcotics Control Act 1990 on dated 17.7.16 in presence of the accused.

The accused case as found from the trend of cross

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
1		examination of the prosecution witnesses is that no
		narcotics were recovered from his possession and control.
		<u>Issues</u>
		1. Whether the prosecution has been able to prove the
		allegations and charge brought under section
		19(1)(9)(kha) of the Narcotics Control Act 1990 against
		the accused undoubtedly.
		2. Whether the accused is liable to be punished under the
		section.
		<u>DISCUSSIONS AND DECISION</u>
		<u>Issue nos. 1&amp;2:</u>
		Both the issues are closely related and as such they are
		taken together for the convenient of discussion and
		passing decision.
		The prosecution has produced and examined five
		witnesses including the informant, I.O. and seizure listed
		witnesses and member of raiding party.
		P.W.1 Md. S.I. Enamul Haq Mondol being the
		informant states in brief according to his ejaher. He stated
		on dated 26.8.2015 he along with his companion officer
		and forces were on duty to recover narcotic within the
		Rajoir Police Station are and when they were in the
		Takerhut Police point in Rajoir thana, on the basis of
		secret information he get information that by the north
		side ending point of Takerhut bridge, a person is carrying
		narcotics for sell. He also stated that upon getting that
		information, with permission of higher authority he along
		with the companion force reached that place and took
		possession and caught a person in front of Jaml's pan-
		shop according to the secret information. He also stated
		that upon interrogation that person disclosed his name as
		Emran Shake and in presence of local witnesse that
		accused Emran confessed that he is carrying narcotic

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		tablet yaba with him and he himself handover 700 pieces of yaba tablet which were within a transparent polythin packet which were in his right side pocket of his wearing pant. Then S.I. Gobinda Lal Dey seized those 700 pieces of yaba tablet, has prepared the seizer list, took signatures
		of the witnesses and he himself put his signature. Then the raiding force after completing that operation returned to the concern police station along with accuse person and alamot he lodged F.I.R.  He has identified the F.I.R. and his signature which
		have marked as Exhibit-Ext.1 and Ext.1/1.  In his cross-examination he answered that he himself composed the ejahaer and S.I Gobinda has prepared the seizer list. He also answered that the age of
		the accused has written according the admission of the accused and also on the basis assumption. This witness has denied all the suggestions of the accused side.  P.W.2 S.I Gobinda Lal Dey being member of the
		raiding party, departmental stuff and also the seizer list preparer states that on dated 26.8.2015 he along with the informant -A.S.I Enammul Haq Mondol and companion forcesNayek-16 Sojib, Constable Nazrul Islam,
		Horidas,Md. Ahsan Habib, AL-Mamun, Md. Harun-or-Rashid, Jafor and Soriful were on duty to recover narcotic within D.B the Rajoir Police Station are on the basis of D.B.G.D no 161 dated 26.8.15 and when they were in the
		Takerhut Police Point in Rajoir thana, on the basis of secret information the informant A SI Enamul get information that by the north side ending point of Takerhut bridge, a person is carrying narcotice for sell.
		He also stated that upon information, to justify the genuineness of that information and to take necessary legal action they reached that place and took possession

ক্রমিক নং তারিখ নোট ও আদেশ and caught a person in front of Jamal's pan-shop which is north side of that Takerhut bridge. In presence of witness, upon interrogation that person disclosed his name Emran Shake and also disclosed address and also confessed that he is carrying narcotic with him and he himself handover 700 pieces of yaba tablet which were within a trasparent polythin packet which were in his right side pocket of his wearing pant. Then he (this witness) seized those 700 pieces of yaba tablet, prepared seizer list at time 18.10 on that dated and took signatures of the witnesses and he himself put his signature. He further stated that the raiding force after completing that operation returned to the concern police station along with accuse person and alamot and the informant A.S.I Enamul lodged F.I.R. He identified the seizer list and his signature on the seizer list which has marked as Exhibit-2 and 2/1. He also

He identified the seizer list and his signature on the seizer list which has marked as Exhibit-2 and 2/1. He also identified the seized alamot which were 690 pieces of yaba tablet which M.R.No was 4118/15 which has marked as Material Exhibit no-1.

In his cross examination he answered that they getthe secret information at time 17.45 and informed the highter authority and took possession within the surrounding area of the place of occurrence and they caught the accused at time 18.00 and prepared the seizer list at time 18.10. He also answered that he get those 700 pieces of yaba tablet within a small polythin bag and they caught the accused according to the description of the secret information. He further answered that the accused Emran himself handover those tablets from his wearing pant's pocket and in presence of witness Arif and Jamal he seized those tablets and prepared seizer list. He denied that he has not seized those tablet in presence of witness and took signatures of the witnesses in a blank paper.

ক্রমিক নং তারিখ নোট ও আদেশ P.W.4 A.S.I Sojib being member of the raiding party and departmental stuff stated that on dated 26.8.2015 he was posted as Nayek in DB Madaripur. On along that date he along with the SI Gobinda Lal Day and informant-A.S.I. Enamul and companion forces Constable Nazrul Islam, Horidas, Md. Ahsan Habib, Al-Mamun, Md. harun-or-Rashid, Jafor and Soriful were on duty to recover narcotic within the Rajoir Police Station area on the basis of D.B.G.D. no 161 dated 26.8.15 and when they were in the Takerhut Police point in Rajoir thana, on the basis of secret information the informant A.S.I Enamul get information that by the north side ending point of Takerhut bridge, a person is carrying narcotics for sell. He also stated that upon information, to justify the genuineness of that information and to take necessary legal action, they reached that place and took possession and caught a person in front of Jamal's pan-shop which is north side of that Takerhut bridge. In presence of witness, upon interrogation that person disclosed his name as Emran Shake and also disclosed address and also confessed that he is carrying narcotic with him and he himself handover 700 pieces of yaba tablet which were within a transparent polythin packet which were in his right side pocket of his wearing pant. Then S I Gobinda seizer those 700 pieces of yaba tablet, prepared seizer list at time 18.10 on that dated and took signatures of the witnesses and he himself put his signature. He further stated that then the raiding force after completing that operation returned to the concern police station along with accuse person and alamot and the informant A.S.I Enamul lodged F.I.R. This witness identified the accused Emran in the accused box. In his cross-examination he answered that he was a

ক্রমিক নং তারিখ

member of this operation.He also answered that he has no idea whetehr during the period of this occurrence the accused Emran was a student of class-IX or not. He also gave direct answer that in his presence S.I. Gobinda has seized the Yaba tablets from the accused. He again answered that they has not arrested any yaba-purchaser or any currency from the place of occurrence. He denied that 700 pieces of yaba tablets have recovered from the house of the accused persons' paternal uncle.

P.W.5 Constable Ahsan Habib being member of the raiding party and departmental stuff stated that on dated

raiding party and departmental stuff stated that on dated 26.8.2015 he was posted as Constable in DB Madaripur. On that date he along with the S I Gobinda Lal day and informant A S I Enamul Haq Mondol and companion forces Nayak Sojib and Constable Nazrul Islam, Horidas, Al-Mamun, Md. harun-or-Rashid, Jafor and Soriful were on duty to recover narcotic within the Rajoir Police Station area on the basis of D.B.G.D. no 161 dated 26.8.15 and when they were in the Takerhut Police point in Rajoir thana, on the basis of secret information the informant A.S.I Enamul get information that by the north side ending point of Takerhut bridge, a person is carrying narcotics for sell. He also stated that upon information, to justify the genuineness of that information and to take necessary legal action, they reached that place and took possession and caught a person in front of Jamal's pan-shop which is north side of that Takerhut bridge. He further affirmed that in presence of witness, upon interrogation that person disclosed his name as Emran Shake and also disclosed address and also confessed that he is carrying narcotic with him and he himself handover 700 pieces of yaba tablet which were within a transparent polythin packet which were in his

নম্বর ..... ২০ ক্রমিক নং তারিখ নোট ও আদেশ right side pocket of his wearing pant. Then S I Gobinda seized those 700 pieces of yaba tablet, prepared seizer list at time 18.10 on that dated and took signatures of the witnesses and put his own signature. He further stated that then the raiding force after completing that operation returned to the concern police station along with accuse person and alamot and the informant A.S.I Enamul lodged F.I.R.This witness has not cross-examined by the accused side as the accused remained himself absconding. P.W.3 S.I Gobinda Lal Dey being I.O states that he was on duty as s.I. in D.B Madaripur on dated 26.8.2015 he along with the informant -A.S.I. Enamul -Haq Mandal and companion forces Nayek-16 Sojib, Constable Nazrul Islam, Horidas, Md. Ahsan Habib, Al-Mamun, Md. harunor-Rashid, Jafor and Soriful were on duty to recover narcotic within the Rajoir Police Station area on the basis of D.B.G.D. no 161 dated 26.8.15 and when they were in the Takerhut Police point in Rajoir thana, on the basis of secret formation the informant A.S.I Enamul get information that by the north side ending point of Takerhut bridge, a person is carrying narcotics for sell. He also stated that upon information, to justify the genuineness of that information and to take necessary

legal action, they reached that place and took possession

and caught a person in front of Jamal's pan-shop which is

north side of that Takerhut bridge. In presence of witness,

upon interrogation that person disclosed his name as

Emran Shake and also disclosed address and also

confessed that he is carrying narcotic with him and he

himself handover 700 pieces of yaba tablet which were

within a transparent polythin packet which were in his

right side pocket of his wearing pant. Then he (this

ক্রমিক নং তারিখ নোট ও আদেশ witness) seized those 700 pieces of yaba tablet, prepared seizer list at time 18.10 on that dated and took signatures of the witnesses and he himself put his signature. He further stated that then the raiding force after completing that operation returned to the concern police station along with accuse person and alamot and the informant A.S.I Enamul lodged F.I.R. Thereafter he stated that on dated 26.8.15 on the basis of ejaher of the informant A.S.I Enamul Haq Mondol, the Officer-in-charge registered this case and the case has allotted upon him for investigation. Then he produced the accused Emran Shake to Court and investigated the place of occurrence and made sketch map and index. He examined witnesses under section 161 of *Cr.P.C.* and among the seized 700 pieces of yaba tablet he sent 10 pieces of tablet for chemical examination and get that report. In his investigation, prima facie found the accused guilty and submitted charge sheet no 189 dated 22.9.15 He identified sketh map and his signature and the index and his signature which has maked as Exhibit -3 and 3/1,4 and 4/1 accordingly. In his cross-examination he only denied that he has not properly investigated the case, has not recorded the statement of the witnesses under Section 161 of Cr.P.C and has submitted fabricated charge-sheet. Perusing the above it appears that the prosecution case is that informant along with the raiding party recovered 700 pieces of yaba tablet from the possession and control of the accused namely Emran Shake which the accused person has handover by himself to the raiding party and thereafter I.O has properly investigated this case, has properly prepared sketch map and index and collected the chemical examination report.

ক্রমিক নং তারিখ

On perusal the examination-in-chief and cross-examination of the P.W.s it appears that all the P.w.2,4 and 5 have corroborated the informant P.W1 and all of them stated that on dated 26.8.2015 the raiding party recovered 7000 pieces of yaba tablet from the possession and control of the accused Emran Shake which the accused person has handover by himself to the raiding party.

It also appears from the record that in this case there were two independent seizer list witnesses namely Md. Arif Hossain Sumon and Md. Jamal Khan and witness Warrant have issued upon them in toaal 17 fix

Thereafter it appears from the examination-in-chief and also cross-examination of the I.O of this case who has adduced as P.W.3 namely S.I Gobindo Lal Day, that after allotting this case upon him he has properly investigated the case, he investigated the place of occurrence, prepared the sketch map and index properly and also examined the witnesses under section 161 of Cr.P.C and among the seized 700 pieces of yaba tablet he sent 10 piece of tablet for chemical examination and get that report. It also appears from his cross-examination that no discrepancy has not discovered by the defence side from that cross-examination. it also appears from the chemical that report the send sample examination Methamphetamine where the weight of 10 tablets were 0.9888 gram and accordingly 69.216 gram of Methamphetamine has recovered and seized from the accused Emran shake.

dates but they have not appeared before Court.

Further appears from the record that the accused side has examined under Section 342 of Cr.P.C where he has scope to establish defence case, but he declined to

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		adduce evidence.
		From the above discussion it appears that all th
		official witnesses have corroborated each others, an
		there was no enmity between the members of raiding part
		and seizer list wtiness and the accused and I.O ha
		properly investigated this case. Moreover in this respec
		Honorable Apex Country has given decision in severe
		cases which has reported in 6 ADC page-895,59 DL
		page-492 and 15 MLR (AD) page 77 thateven
		independent withness and the seizer list witnesses do no
		support the prosecution case, conviction can be give
		relying only the evidence of police witnesses if suc
		evidence inspires confidence or is worthy of credit.
		From the above discussion it has proved th
		69.216 gram of methylamphetamine component ho
		recovered from possession and control of the accuse
		which is narcotics.
		As such it is decided considering gravity of offend
		and amount of alamot that the accused Emran Shake, so
		of Babul shake, Address-Village-Tatikanda, Polic
		Station-Rajoir under District-Madaripur, is liable to l
		punished with seven year imprisonment with fine unde
		section 19(1)(9)(kha) of the Narcotics Control Act 199
		Thus all the issues be decided in favour of th
		State/prosecution side.
		Hence, it is
		Ordered
		That the accused Emran Shake, son of Babul Shak
		Address-Village-Tatikanda, Thana-Rajoir under Disrtic
		Madaripur be convict under section 19(1)(9)(kha) of the
		Narcotics Control Act 1990 and he be sentenced with
		seven years rigorous imprisonment and also fine te

thousand taka in default six months imprisonment more

তারিখ	নোট ও আদেশ	
<u> </u>	under the same Act.	
	Let the warrant of im	prisonment be issued agains
	the convict. So long as he w	vas in jail (if any against thi.
	case) shall be deducted from	the period of imprisonment,.
	Let a copy of this judg	ment be sent to Chief Judicia
	Magistrate, Madaripur and	O.C. Rajoir Pollice Station to
	dispose dispose off the alamo	ot as per law.
	Composed by me,	
	Sd/lligalble	Sd/lligalble
		25.2.2021 (Lailatur Ferdous)
	Additional Sessions Judge Madaripur.	Additional Sessions Judge Madaripur.
	তারেখ	under the same Act.  Let the warrant of important the convict. So long as he was case) shall be deducted from Let a copy of this judg Magistrate, Madaripur and dispose dispose off the alamo Composed by me,  Sd/lligalble 25.2.2021 (Lailatur Ferdous) Additional Sessions Judge

অত্র মোকদ্দমায় গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অত্র মোকদ্দমায় রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"পি.ডব্লিউ-১

## এনামুল হক মন্ডল

২৬.০৮.১৫ ইং জেলা গোয়েন্দা শাখায় ASI হিসেবে কর্মরত থাকাকালে GD NO. ১৬১ এর ২৬.০৮.১৫ সূত্রে রাজৈর থানা এলাকায় মাদক উদ্ধার অভিযান পরিচালনাকালে টেকের হাট পুলিশ বুথে অবস্থানকালীন সময়ে গোপন সংবাদে জানতে পারি যে, টেকেরহাট ব্রীজের উত্তর পাশের গোড়ায় একজন লোক ইয়াবা ট্যাবলেট নিজ দখলে রেখে বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছেন। কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে সংগীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ব্রীজের পাশে অবস্থান নিলে একজন ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করে। সংগীয় ফোর্সের সহায়তায় জামালের পানের দোকানের সামনে রাস্তার উপর তাকে আটক করি। জিজ্ঞাসাবাদে সে নাম বলে ইমরান শেখ। সে তার নিকট ইয়াবা আছে বলে স্বীকার করে। সাক্ষীদের সামনে প্যান্টের পকেট থেকে সে নিজ হাতে ছোট স্বচ্ছ সাদা পলিখিন হতে ৭০০ পিস লাল সোনালী রণ্ডের ইয়াবা ট্যাবলেট বের করে দেয়। এস, আই গোবিন্দ লাল দে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ তালিকামূলে জব্দ করেন। জব্দ করার সময় ১৮৪১০। আসামী বলে যে, সে মোহাম্মদ আলী নামক এক ব্যক্তির নিকট থেকে ইয়াবা ক্রয় করেছে। আসামী ধরার জন্য আরও অভিযান চালিয়ে আসামী আলামত সহ রাজের থানায় এসে মামলা দায়ের করি। এই সেই এজাহার (প্রদঃ-১) এই আমার

নোট ও আদেশ

ক্রমিক নং

তারিখ

নম্বর ..... ২০

স্বাক্ষর (প্রদঃ১/১)। আসামী ডকে আছে। এই সেই জব্দকৃত আলামত MR NO. ৪১১৮/১৫ বস্তু প্রদর্শনী-(1)। XXX প্রায় তিন বছর এই কর্মস্থলে আছি। এজাহার আমার লেখা। নিজে টাইপ করেছি। SI গোবিন্দ লাল জব্দ করেন। সত্য নয় তার হাতে আলামত আসামীদের একথা এজাহারে নাই। আসামী গ্রেফতারের প্রায় দুই ঘন্টা পর থানায় যাই। এজাহার থানায় কম্পোজ করি। আসামীর বয়স তার কথিতমতে ও অনুমানে निर्धांत्रं कता २ऱ्र। कोन Document माथिल करत नार्दे। घटनाञ्चल थिरक ৫/১० মিনিটে রাজৈর থানায় যাওয়া যায়। সত্য নয়, আসামী নাবালক, সত্য নয়। তার নিকট থেকে মাদক উদ্ধার হয় নাই। সত্য নয় আসামীর বিরুদ্ধ পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মিথা সাক্ষ্য দিলাম।

# পি.ডব্লিউ-২

## शांविन नान पि

ঘটনার বিগত ২৬.০৮.২০১৫ ইং তারিখে আমি এস.আই হিসেবে মাদারীপুর জেলা গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ছিলাম। মাদারীপুর জেলার গোয়েন্দা শাখার জিডি নং ১৬১ মুলে সংগীয় অফিসার এ.এস.আই মোঃ এনামুল হক মন্ডল না/১৬ সজিব, কনষ্টেবল মোঃ নজরুল ইসলাম, হরিদাস, আহসান হাবীব, আল মামুন, মোঃ হারুন অর রশিদ, মোঃ জাফর ও শরীফুলসহ আমি রাজৈর থানার এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনাকালে টেকেরহাট পুলি বুথে অবস্থান করছিলাম। অনুমান ১৭ঃ৪৫ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানিতে পারি যে, রাজৈর থানাধীন টেকেরহাট ব্রীজের উত্তর পাশের গোড়ায় একজন লোক ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রয়ের জন্য নিজ দখলে রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। উক্ত সংবাদটি উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের অবহিত করিয়া সংবাদের সত্যতা याठारे ७ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ঘটনাস্থলের আশেপাশে কৌশলে অবস্থান নিলে আসামী আমাদের উপস্থিতি টের পাইয়া পালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন সংগীয় ফোর্সদের সহায়তায় উক্ত ব্রীজের উত্তর পাশে জামার এর পানের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর হইতে আসামীকে ধৃত করি। আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইলে সে তাহার নাম ইমরান শেখ বলিয়া জানায়। আরো জিজ্ঞাসাবাদে তাহার কাছে ইয়াবা থাকার কথা স্বীকার করে। তখন সাক্ষীদের সামনে তল্লাশীকালে সে নিজেই পরিহিত প্যান্টের ডান পকেট হইতে ছোট স্বচ্ছ পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে রক্ষিত ৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট বাহির করিয়া দেয়। ঘটনাস্থলের স্থানেই স্থানীয় সাক্ষী মোঃ আরিফ হোসেন সুমন ও মোঃ জামাল খানের সামনেই আমি উক্ত ৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেন. এই

তারিখ নোট ও আদেশ	-
স্থানে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন ১৮ঃ১০ ঘটিকায় এবং তাতে স্থানীয়	সাক্ষীদের
স্বাক্ষর নেই ও নিজে স্বাক্ষর করি। অতপর আসামী ও জব্দকৃত অ	<i>ালামতসহ</i>
আমরা থানায় হাজির হলে এ,এসআই এনামুল হক মন্ডল সংশ্লিষ্ট ধা	ারা উল্লেখ
করে এজাহার দায়ের করেন। জব্দতালিকা ও তাতে আমার দস্তখ	ত সনাক্ত
করলাম (প্রদঃ ২, ২/১)। জব্দকৃত মোট ৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেও	টের মধ্যে
আজ আদালতে ৬৯০ পিস হাজির আছে যার এমআর নং ৪১১৮,	/১৫ (বম্ভ
প্রদর্শনী-I)	
XXX জেরাঃ-	
আমরা গোপন সংবাদ পাই ১৭ঃ৪৫ ঘটিকায়। আমরা	সংবাদটি
উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া সংবাদের সত্যতা যাচাই ও প্রয়োজন	নীয় ব্যবস্থা
গ্রহনের জন্য ঘটনাস্থলের আশেপাশে কৌশলে অবস্থান নিলে আসামী	অ/ম/দের
উপস্থিতি টের পাইয়া পালানোর চেষ্টা করে এবং অনুমান ১৮৪০০ টায়	। পৌছাই।
আমার ১৮ঃ১০ টার সময় জব্দ তালিকা প্রস্তুত করি। ছোট পলিথিনের	মধ্য হতে
৭০০ পিস ট্যাবলেট আমরা ১৮ঃ১০ টার সময় জব্দ তালিকা প্রস্তুত ব	করি। ছোট
পলিথিনের মধ্য হতে ৭০০ পিস ট্যাবলেট পাই। আসামীকে আমর	রা গোপন
সংবাদে প্রাপ্ত তথ্যের বর্ননা মোতাবেক ধৃত করি। আসামীর পরিহিত	ত প্যান্টের
পকেট হতে আসামী নিজে বের করে দেয়। সাক্ষী আরিফ ও জামাল	व थे झात्न
উপস্থিত ছিল, তাদের সামনে জব্দ তালিকা করে তাদের স্বাক্ষর নেই।	সত্য নয়
যে, সাক্ষীদের সামনে আমি কোনো মাদক উদ্ধার করি নাই বা সাদ	ন কাগজে
সাক্ষীদের স্বাক্ষর নিয়েছি।	
ইহা ক্রিমিনালস রুলস এন্ড অর্ডারস এর ১৩১ বিধি	অনুযায়ী
কম্পিউটার টাইপকৃত।	
श्रि,	<i>ডব্লিউ</i> -৩
গোবিন্দ লাল দে	
ঘটনার বিগত ২৬.০৮.২০১৫ ইং তারিখে আমি এস,আই	है शिस्त्रत
মাদারীপুর জেলা গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ছিলাম। মাদারীপুর জেলার	গোয়েন্দা
শাখার জিডি নং ১৬১ মূলে সংগীয় অফিসার এ,এস,আই মোঃ এনামূল	হক মন্ডল
না/১৬ সজিব, কনষ্টেবল মোঃ নজরুল ইসলাম, হরিদাস, আহসান হা	বীব, আল
মামুন, মোঃ হারুন অর রশিদ, মোঃ জাফর ও শরীফুলসহ আমি রাজে	জর থানার
এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনাকালে টেকেরহাট পুা	লিশ বুথে
অবস্থান করছিলাম। অনুমান ১৭ঃ৪৫ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের	র ভিত্তিতে

জানিতে পারি যে, রাজৈর থানাধীন টেকেরহাট ব্রীজের উত্তর পাশের গোড়ায়

নোট ও আদেশ

ক্রমিক নং

তারিখ

নম্বর ......২০

একজন লোক ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রয়ের জন্য নিজ দখলে রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। উক্ত সংবাদটি উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের অবহিত করিয়া সংবাদের সত্যতা यांठारे ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ঘটনাস্থলের আশেপাশে কৌশলে অবস্থান নিলে আসামী আমাদের উপস্থিতি টের পাইয়া পালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন সংগীয় ফোর্সদের সহায়তায় উক্ত ব্রীজের উত্তর পাশে জামার এর পানের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর হইতে আসামীকে ধৃত করি। আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইলে সে তাহার নাম ইমরান শেখ বলিয়া জানায়। আরো জিজ্ঞাসাবাদে তাহার কাছে ইয়াবা থাকার কথা স্বীকার করে। তখন সাক্ষীদের সামনে তল্লাশীকালে সে নিজেই পরিহিত প্যান্টের ডান পকেট হইতে ছোট স্বচ্ছ পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে রক্ষিত ৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট বাহির করিয়া দেয়। ঘটনাস্থলের স্থানেই স্থানীয় সাক্ষী মোঃ আরিফ হোসেন সুমন ও মোঃ জামাল খানের সামনেই আমি উক্ত ৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেন. এই স্থানে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন ১৮ঃ১০ ঘটিকায় এবং তাতে স্থানীয় সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেই ও নিজে স্বাক্ষর করি। অতপর আসামী ও জব্দকৃত আলামতসহ আমরা থানায় হাজির হলে এ,এসআই এনামুল হক মন্ডল সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে এজাহার দায়ের করেন। বিগত ২৬.০৮.১৫ ইং তারিখে রাজের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

বিগত ২৬.০৮.১৫ ইং তারিখে রাজের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মামলাটি রুজু করে আমার উপর তদন্তভার অর্পন করেন। আমি মামলার তদন্তভার
গ্রহন করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র পৃথক
পৃথক কাগজে অংকন করি। আসামীদ্বর ও আলামত নিজ হেফাজতে গ্রহন করি।
ঘটনাস্থলের সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারামতে রেকর্ড
করি। প্রকাশ্য ও গোপনে তদন্ত করি। আদালতের অনুমতিক্রমে জন্দকৃত আলামত
৭০০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটের মধ্যে ১০টি ইয়াবা ট্যাবলেট রাসায়নিক পরীক্ষার
জন্য প্রেরন করেন ও রিপোর্ট প্রাপ্ত হই এবং উহা পর্যালোচনা করি। আমার তদন্তে
ও সাক্ষ্য প্রমানে এজাহার নম্যীয় আসামী ইমরান শেখ এর বিরুদ্ধে অভিযোগের
সত্যতা প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে রাজের থানার অভিযোগপত্র নং ১৮৯, তারিখ
২২.০৯.২০১৫ ইং দাখিল করি।

খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র এবং তাতে আমার দস্তখত সনাক্ত করলাম (প্রদঃ ৩,৪, ৩/১, ৪/১) এই আমার জবানবন্দি।

জেরাঃ (আসামী ইমরান শেখের পক্ষে)

সত্য নয় যে, আমি সঠিকভাবে তদন্ত না করে মিথ্যা চার্জসীট জমা দিয়েছি। আসামীর পিসিপিআর নীল পেয়েছি। সত্য নয় যে, আমি সঠিকভাবে তদন্ত করিনি বা সাক্ষীদের জবানবন্দী ১৬১ ধারা মোতাবেক সঠিকভাবে রেকর্ড

নম্বর ..... ২০ ক্রমিক নং তারিখ নোট ও আদেশ করিনি বা মিথ্যা চার্জসীট দাখিল করেছি। ইহা ক্রিমিনালস রুলস এন্ড অর্ডারস এর ১৩১ বিধি অনুযায়ী কম্পিউটার টাইপকৃত। পি.ডব্লিউ-৪ সজিব ঘটনার বিগত ২৬.০৮.২০১৫ ইং তারিখে আমি নায়েক পদে মাদারীপুর জেলা গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ছিলাম। মাদারীপুর জেলার গোয়েন্দা শাখার জিডি নং ১৬১ মুলে সংগীয় অফিসার এ,এস,আই গোবিন্দ এবং এস,এস আই মোঃ এনামুল হক মন্ডল, কনষ্টেবল মোঃ নজরুল ইসলাম, হরিদাস, আহসান হাবীব, আল মামুন, মোঃ হারুন অর রশিদ, মোঃ জাফর ও শরীফুলসহ আমি রাজৈর थानात এलाकारा मामकप्तवा উদ্ধात অভিযান পরিচালনাকালে টেকেরহাট পুলিশ *বুথে অবস্থান করছিলাম। অনুমান ১৭:৪৫ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের* ভিত্তিতে জানিতে পারি যে, রাজৈর থানাধীন টেকেরহাট ব্রীজের উত্তর পাশের গোড়ায় একজন লোক ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রয়ের জন্য নিজ দখলে রাখিয়া

## XXX জেরাঃ

ইমরান ডকে হাজির আছে।

আমি এই অভিযানে সংগীয় ফোর্স ছিলাম। আসামী ইমরান ঘটনার

অবস্থান করিতেছে। উক্ত সংবাদটি উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের অবহিত করিয়া সংবাদের

সত্যতা যাচাই ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ঘটনাস্থলের আশেপাশে

কৌশলে অবস্থান নিলে আসামী আমাদের উপস্থিতি টের পাইয়া পালাইয়া যাওয়ার

চেষ্টা করে। তখন সংগীয় ফোর্সদের সহায়তায় উক্ত ব্রীজের উত্তর পাশে জামাল

এর পানের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর হইতে আসামীকে ধৃত করি।

আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইলে সে তাহার নাম ইমরান শেখ বলিয়া জানায়।

আরো জিজ্ঞাসাবাদে তাহার কাছে ইয়াবা থাকার কথা স্বীকার করে। তখন

সাক্ষীদের সামনে তল্লাশীকালে সে নিজেই পরিহিত প্যান্টের ডান পকেট হইতে

ছোট স্বচ্ছ পলিথিন প্যাকেটের মধ্যে রক্ষিত ৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট বাহির

করিয়া দেয়। ঘটনাস্থলের স্থানেই স্থানীয় সাক্ষী মোঃ আরিফ হোসেন সুমন ও মোঃ

জামাল খানের সামনেই আমি উক্ত ৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেন. এই

স্থানে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন ১৮ঃ১০ ঘটিকায় এবং তাতে স্থানীয় সাক্ষীদের

স্বাক্ষর নেই ও নিজে স্বাক্ষর করেন। অতপর আসামী ও জব্দকৃত আলামতসহ

আমরা থানায় হাজির হলে এ,এসআই এনামুল হক মন্ডল সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ

করে এজাহার দায়ের করেন। আমি এই অভিযানে সংগীয় ফোর্স ছিলাম। আসামী

ক্রমিক নং তারিখ

সময়ে নবম শ্রেনীতে পড়ত কিনা বা সে তার চাচার বাসায় থাকত কিনা আমার
জানা নাই। সত্য নয় যে, ৭০০ পিস ইয়াবা আসামীর চাচার বাসা থেকে উদ্ধার
হয়। আমার উপস্থিতিতে এস,আই গোবিন্দ স্যার এই ইয়াবা উদ্ধার করে।
ঘটনাস্থল হতে এই ইয়াবা ক্রয় বিক্রয় করার মত কোনো লোককে গ্রেফতার করি
নাই। ইয়াবা কেনা বেচার কোনো টাকা জব্দ করা হয়নি।
ইহা ক্রিমিনালস রুলস এন্ড অর্ডারস এর ১৩১ বিধি অনুযায়ী কম্পিউটার
টাইপকৃত।

পি,ডব্লিউ-৫

# আহসান হাবীব

বিগত ২৬.০৮.২০১৫ ইং তারিখে আমি কনস্টেবল হিসাবে মাদারীপুর জেলা গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ছিলাম। মাদারীপুর জেলার গোয়েন্দা শাখার জিডি নং ১৬১ মূলে সংগীয় অফিসার এ.এস.আই গোবিন্দ লাল দে এবং এস.এস আই মোঃ এনামূল হক মন্ডলসহ আমি এবং নায়েক সজিব, কনষ্টেবল নজরুল, र्ट्यतिमाञ, जान मामून, त्याः? रांक्रन जत तिर्मिन, जांकत ও भंतीकूनञर जांमता तांजित थानात এलाकारा मामकप्तवा উদ्ধात অভিযান পরিচালনাকালে টেকেরহাট পুলিশ *বুথে অবস্থানকালে ১৭ঃ৪৫ ঘটিকায় এ,এস,আই এনামূল স্যার গোপন সংবাদের* ভিত্তিতে জানতে পারেন যে. রাজৈর থানাধীন টেকেরহাট ব্রীজের উত্তর পাশের গোড়ায় একজন লোক মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রি করছে। উক্ত সংবাদ উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের অবগত করে উক্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উক্তস্থানের আশেপাশে সুকৌশলে আমরা অবস্থান निरा विकलन लाक भूलिए उने छिन एउन एपरा भानात्नात एष्ट्रा कतल जाक व्यामना के बीटाजन উত্তর পাশে जामान এর পানের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে তাকে আমরা আটক করি। স্থানীয় সাক্ষী আরিফ এবং জামাল এর উপস্থিত সম্মুখে ঐ লোককে জিজ্ঞাসাবাদে সে তার নাম জানায় ইমরান শেখ। অতঃপর স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তার দেহ তল্লাশী করে করতে চাইলে সে निर्जिट ात প्रतिहिত भारिनेत जान भरकि थरिक स्रष्ट भिनिथिन भारिकरित प्रधा হতে ৭০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট নিজ হাতে বের করে দেয়। উপস্থিত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে উক্ত আলামত এস.আই গোবিন্দ লাল দে জব্দ করেন. ঐ স্থানেই জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে তাতে সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করেন ও নিজে স্বাক্ষর করেন। অতঃপর আসামী ও জব্দকৃত আলামতসহ আমরা থানায় হাজির হলে সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে এ,এস, আই এনামুল স্যার এজাহার দায়ের করেন। আমি এই অভিযানে সংগীয় ফোর্স ছিলাম।

ক্রমিক নং

তারিখ

নম্বর ...... ২০

এজাহারে বর্ণিত মতেই অভিযোগকারী অত্র আসামীকে মোঃ আরীফ হোসেন
সুমন, মোঃ জামাল খা এবং মোঃ নুরুল ইসলামের সম্মুখে জামাল খানের পানের
দোকানের সম্মুখে হাতেনাতে ধৃত করেন এবং তাদের সম্মুখে কথিত ইয়াবা উদ্ধার
করেন এবং জন্দনামায় স্বাক্ষর করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ উপরিল্লিখিত দুইজন নিরপেক্ষ
সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করেত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অভিযোগপত্র
মোতাবেক অত্র আপীলকারীর বিরুদ্ধে পূর্বে কোন মামলা মোকদ্দমায় দোষী কিংবা
আসামী হিসেবে সংশ্লিষ্টতা নেই।

নোট ও আদেশ

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জাফর আলীম খান প্রথমেই নিবেদন করেন যে, যেহেতু অত্র আপীলকারী ইমরান শেখ ঘটনার দিন শিশু আইন অনুযায়ী শিশু হওয়া সত্ত্বেও তাকে শিশু আইন মোতাবেক শিশু আদালতে বিচার করা হয় নাই সেহেতু বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক তর্কিত রায়টি একটি এখতিয়ার বহির্ভূত এবং বেআইনী রায়।

অত্র মোকদ্দমায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঘটনার দিন দন্ডপ্রাপ্ত আপীলকারী ইমরান শেখ শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪ মোতাবেক শিশু ছিল কিনা? শিশু হয়ে থাকলে এজাহারকারী, তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং বিচারিক আদালত উক্ত আইনের বিধিবিধান ভংগ করে অত্র এজাহার দায়ের, তদন্ত, অভিযোগ এবং বিচার করেছেন কিনা?

শিশু আইন, ২০১৩ এর প্রস্তাবনা, ধারা ১, ২, ৩ এবং ৪ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

" ২০১৩ সনের ২৪নং আইন

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান শিশু আইন রহিতক্রমে এতদ্সংক্রান্ত একটি নূতন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সনদ এর বিধানাবলী বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান
শিশু আইন রহিতপূর্বক উহা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করিবার লক্ষ্যে একটি
নুতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু এতদদারা নিমুরূপ আইন করা হইলঃ-

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন** ।-(১) এই আইন শিশু আইন,

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।
		(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ
		করিবে, সেই তারিখে এই কার্যকর হইবে।
		২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
		(১) ' অধিদপ্তর' অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর;
		(২) ' আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবগ' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি
		যিনি Guardian and Wards Act, 1890 (Act No. VIII of
		1890) এর section 7 এর অধীনে, শিশুর কল্যানার্থে, আদালত কর্তৃক
		নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক (Guardian).
		(৩) ' আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু (Children in
		Conflict with the Law)' অর্থ এমন কোন শিশু যে, দন্ডবিধির ধারা
		৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন
		অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অথবা বিচারে দোষী সাব্যস্ত;
		(৪) ' আইনের সংস্পর্শে আশা শিশু (Children in Contact
		with the Law)' অর্থ এমন কোন শিশু, যে বিদ্যমান কোন আইনের
		অধীনে কোন অপরাধের শিকার বা সাক্ষী;
		(৫) ' দন্তবিধি' অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. LV of
		1860):
		(৬) 'ধারা' অর্থ এই আইনের কোন ধারা;
		(৭) ' নিরাপদ স্থান (Safe Home)' অর্থ কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান
		বা এমন কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠান যাহার কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন শিশু
		আদালত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, অন্য
		কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে নিরাপদ হেফাজত রাখিবার
		দায়িত্ব পালন করে।
		(৮) ' প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান' অর্থ ধারা ৫৯ ও ৬০ এ উল্লিখিত কোন
		প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান;
		(৯) ' প্রবেশন কর্মকর্তা (Probation Officer)' অর্থ ধারা ৫ এ
		উল্লিখিত কোন প্রবেশন কর্মকর্তা;
		(১০) ' ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ Code of Criminal
		Procedure, 1898 (Act No. V of 1898):
		(১১) ' বর্ধিত পরিবার (extended family)' অর্থ দাদা, দাদী,
		নানা, চাচা, চাচী, ফুফা, ফুফু, মামা, মামী, খালা, খালু, ভাই, ভাবী, ভগ্নি,

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
<u> </u>		ভগ্নিপতি বা এইরূপ রক্তসম্পর্কীয় অথবা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ কোন
		আত্মীয়ের পরিবার;
		(১২) ' বিকল্প পরিচর্যা (alternative care)' অর্থ ধারা ৮৪ এর
		অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা;
		(১৩) ' বিকল্প পন্থা (diversion)' অর্থ ধার ৪৮ এর অধীন গৃহীত
		কোন ব্যবস্থা;
		(১৪) 'ব্যক্তি' অর্থে, প্রযোজ্য ক্ষেনে, কোন কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা
		প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হইবে।
		(১৫) 'বোর্ড' বা 'শিশুকল্যাণ বোর্ড' অর্থ ধারা ৭, ৮ ও ৯ এর অধীন
		গঠিত, ক্ষেত্ৰমত, জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড বা
		উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড;
		(১৬) ' ভিক্ষা' অর্থ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ, অন্ন, বস্ত্র বা অন্য
		কোন দ্রব্যদি প্রাপ্তি বা আদায়ের উদ্দেশ্যে-
		(ক) কোন শিশুকে প্রদর্শন বা ব্যবহার করিয়া প্রকাশ্য স্থানে নাচ, গান,
		ভাগ্য গণনা, পবিত্র স্তবক পাঠ অথবা ভিন্ন কোন কলা-কৌশল গ্রহণ করা,
		ভান করিয়া হউক বা না হউক, বা
		(খ) কোন শিশুর দেহে অনৈতিক প্রক্রিয়ায় ঘা, ক্ষত, আঘাত, সৃষ্টি করা
		বা শিশুকে বিকলাঙ্গতায় পরিণত করা এবং অনুরূপ ঘা, ক্ষত, আঘাত বা
		বিকলাঙ্গতা প্রদর্শন করা বা প্রদর্শনের জন্য অনাবৃত রাখা; বা
		(গ) মাদকদ্রব্য বা ঔষধ সেবনের মাধ্যমে কোন শিশুকে নিস্তেজ বা
		নির্জীব করিয়া রাখা বা ভিন্ন কোন উপায়ে মৃত হিসাবে সাজাইয়া রাখা;
		(১৭) 'শিশু' অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত শিশু হিসাবে নির্ধারিত কোন
		<i>ব্যক্তি</i> ;
		(১৮) 'শিশু আদালত' অর্থ ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত কোন
		আদালত;
		(১৯) ' শিশুউন্নয়ন কেন্দ্র' অর্থ ধারা ৫৯ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন
		শিশুউন্নয়ন কেন্দ্ৰ;
		(২০) ' শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা' অর্থ ধারা ১৩ এর উপ-ধারা
		(২) এ উল্লিখিত শিশুবিষয়ক ডেস্ক এর দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা;
		(২১) ' সমাজকর্মী' অর্থ অধিদপ্তরে বা উহার অধীনে কর্মরত ইউনিয়ন
		সমাজকর্মী বা পৌর সমাজকর্মী অথবা খালাম্মা, বড়ভাইয়া বা উক্তরূপ
		সমমানের কোন কর্মী, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যিনি শিশুদের

ক্রমিক নং তারিখ

সেবাদানের সহিত সংশ্লিষ্ট;

(২২) ' সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন' অর্থ ধারা ৩১ এ উল্লিখিত
সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন;

(২৩) ' সুবিধাবঞ্চিত শিশু' অর্থ ধারা ৮৯ এর উপ-ধারা (১) এ
উল্লিখিত কোন শিশু;

(২৪) ' সভাপতি' অর্থ, ক্ষেত্রমত, জাতীয় শিশুকল্যান বোর্ড, জেলা
শিশুকল্যান বোর্ড বা উপজেলা শিশুকল্যান বোর্ড এর সভাপতি।

৩। আইনের প্রাধ্যান্য ।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর
যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। শিশু ।- বিদ্যামান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক
না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপুরনকল্পে, অনুর্ধ্ ১৮ (আঠার) বৎসর
পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।''

# গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আসামী ইমরান শেখের JUNIOR SCHOOL CERTIFICATE

# এবং জাতীয় পরিচয় পত্র নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

## BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DHAKA, BANGLADESH

Serial No. J 4300270 Registration No. 1410642814/2014

**DBJSC 14263029** 

### JUNIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 2014

This is to Certify that Imran Sheikh Son/Dauthter of Babul Sheikh and Rowsonara Begum of Takerhat Popular High School and College bearing Rool Khalia No. 409276 duly passed the Junior School Certificate (JSC) Examination and secured G. P. A 4.11 on a scale of 5.00.

His/Her date of birth as recorded in his/her registration card is **Tenth August Two Thousand**.

Sd/- Illegible Controller of Examinations

Dhaka

Date of Publication of Results: December 30, 2014

## BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DHAKA, BANGLADESH

Serial No. DBSC 7191437 Registration No. 1410642814/2015 **DBCSC 17229031** 

### SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION,2017

This is to Certify that Imran Sheikh Son/Dauthter of Babul Sheikh and Rowsonara Begum of Takerhat Popular High School and College bearing Rool Khalia No. 600313 duly passed the Secondary School Certificate (SSC) Examination in Business Studies group and secured G. P. A 4.00 on a scale of 5.00. His/Her date of birth as recorded in his/her registration card is Tenth August Two Thousand.

Sd/- Illegible Controller of Examinations

Dhaka

Date of Publication of Results: May 4, 2017

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh National ID Card/ জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম : **ইমরান শেখ** 

Name: IMRAN SHEIKH

ছবি

পিতা : বাবুল শেখ মাতা : রওশনারা বেগম

Date of Birth: 10 Aug 2000 ID NO: 7811888457 এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে জমা দেবার জন্য অনরোধ করা হলো।

ঠিকানা : বাসা/হোভিং : ০, গ্রাম/রাস্তা : তাতীকান্দা, ডাকঘর : টি, পি হাইস্কুল - ৭৯১১, রাজৈর, মাদারীপুর

রক্তের গ্রুপ/Blood Group: জন্মস্থান : মাদারীপুর

স্বা/- অস্পষ্ট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর প্রদানের তারিখ : ০৪/০৭/২০২০

ক্রমিক নং

তারিখ

নম্বর ...... ২০

উপরিল্লিখত JUNIOR SCHOOL CERTIFICATE,
SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE এবং জাতীয় পরিচয় পত্র
পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত ষ্পষ্ট যে, আসামী ইমরান শেখের বয়স ঘটনার দিন ১৫

বৎসর ১৬ দিন ছিল।

শিশু আইনের ৪র্থ অধ্যয় শিশু বিষয়ক ডেস্ক, শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা ইত্যাদি বিষয়ে। ধারা ১৩ মোতাবেক বাংলাদেশের প্রত্যেক থানায় শিশু বিষয়ক ডেস্ক গঠন করার কথা বলা হয়েছে এবং উক্ত ধারা ১৩ এর ২ উপধারা মোতাবেক শিশু বিষয়ক ডেস্ক এর কর্মকর্তাকে শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

নোট ও আদেশ

শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৪তে শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং ধারা ১৪ 'চ' মোতাবেক শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার অন্যতম দায়িত্ব হল বিধি ধারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা এবং উপধারা 'জ' মোতাবেক উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধারা ১৪ মোতাবেক কোন শিশু থানায় আসলে বা শিশুকে থানায় আনয়ন করা হলো উক্ত শিশুকে প্রথমেই উক্ত থানার শিশু বিষয়ক ডেক্ষ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার সামনে সরাসরি উপস্থিত করতে হবে। অর্থাৎ ধারা ১৩ এবং ধারা ১৪ মোতাবেক কোন শিশু থানায় আসলে বা যে কোন কারণে অথবা কোন শিশুকে যেকোন অপরাধে থানায় আনয়ন করার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব হল উক্ত শিশুকে উক্ত থানার শিশুদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা।

ধারা ১৪ এর 'খ' উপ-ধারা মোতাবেক উক্ত শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হল প্রথমেই কোনরূপ বিলম্ব না ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রবেশন কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করা এবং তার পরবর্তীতে শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করা এবং বিস্তারিত তথ্যসহ আদালতে হাজির করার তারিখ জ্ঞাত করা এবং তাৎক্ষনিক মানসিক পরিষেবা প্রদান করা। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে ক্লিনিক বা হাসপাতালে প্রেরণ করা এবং শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধারা ১৪ উপ-ধারা 'গ' মোতাবেক শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা অতঃপর সঠিকভাবে শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হচেছ কিনা বা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম ক্রমিক নং

তারিখ

নম্বর ...... ২০

নিবন্ধন সনদ বা এতদ্সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি পর্যালোচনা করা হচ্ছে কিনা তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন। এবং উপ-ধারা 'ঘ' মোতাবেক প্রবেশন কর্মকর্তার সহিত যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্পপন্থা অবলম্বন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক জামিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপ-ধারা 'ঙ' মোতাবেক বিকল্পপন্থা অবলম্বন বা কোন কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হলে আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং উপ-ধারা 'চ' মোতাবেক প্রতিমাসে শিশুদের মামলার সকল তথ্য প্রতিবেদন আকারে থানা হইতে নির্ধারিত ছকে প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট এবং পুলিশ স্পারিনটেনডেন্ট এর কার্যালয়ের মাধ্যমে পুলিশ সদর দপ্তর ও ক্ষেত্রমত, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

নোট ও আদেশ

কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে, অত্র মোকদ্দমার নথিদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে যে, আপীলকারী ইমরান শেখকে শিশু আইনের ১৩ এবং ১৪ ধারার বিধান মোতাবেক শিশু বিষয়ক ডেক্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা হয়নি, প্রবেশন কর্মকর্তাকেও অবহিত করা হয়নি, সঠিকভাবে বয়স নির্ধারণের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়নি এবং প্রবেশন কর্মকর্তার সহিত যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্পপন্থা অবলম্বন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক জামিনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং অত্র আপীলকারী ইমরান শেখকে বয়স্ক আসামীদের মত সাধারণ বয়স্ক আসামীদের সাথে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অতঃপর ইমরান শেখ সাধারণ বয়স্কদের সাথে জেল হাজতে ছিল।

ঘটনার দিন এবং তারিখ আসামী ইমরান শেখের বয়স ছিল ১৫ বছর। ১৫ বছরের শিশুকে শিশু আইন, ২০১৩ এর পরিপন্থীভাবে তার বয়স সঠিকভাবে নির্ধারণ না করে শিশু হিসেবে তার আইনগত যে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা সে সব সুযোগ সুবিধা প্রদান না করে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সাথে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৫ (পনের) বছরের শিশু ইমারান শেখকে দীর্ঘ ২ মাস ২৫ দিন তথা ৮৫ দিন প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের সাথে কারাগারে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী পুলিশ কর্মকর্তা, তৎকালীন সময়ে উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা আইনের পরীপন্থীভাবে অন্যায়ভাবে অত্র শিশুটিকে শিশু আইনের সুযোগ সুবিধা প্রদান না করে এবং কারাগারে প্রাপ্ত বযস্ক অপরাধীদের সাথে ৮৫ দিন থাকতে বাধ্য করেছে মর্মে

ক্রমিক নং তারিখ নোট ও আদেশ প্রতীয়মান হয়।

শিশু আইন, ২০১৩ এর মে অধ্যায় শিশু আদালত এবং এর কার্যাবলী বর্ণিত আছে। উক্ত ধারার ২০ মোতাবেক শিশুর বয়স নির্ধারণে অপরাধ সংঘটনের তারিখ হবে শিশুর বয়স নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ। উক্ত ধারা ২০ মোতাবেক ঘটনা সংঘটনের দিন অত্র আসামী আপীলকারী শিশু ইমরান শেখের বয়স ছিল ১৫ বছর ১৬

দিন।

ধারা ২১ মোতাবেক শিশু আদালতের উপর বয়স অনুমান ও নির্ধারণের জন্য বলা হয়েছে। উক্ত ধারা ২১(১) মোতাবেক অভিযুক্ত হউক বা না হউক, এমন কোন শিশুকে কোন অপরাধের দায়ে বা কোন শিশুকে অন্য কোন কারণে শিশু আদালতে সাক্ষ্য দানের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে আনয়ন করা হলে এবং শিশু আদালতের নিকট তাকে শিশু বলে প্রতীয়মান না হলে উক্ত শিশুর বয়স যাচাই এর জন্য শিশু আদালত প্রয়োজনীয় তদন্ত ও শুনানী গ্রহণ করতে পারবেন এবং উপধারা ২১(১) মোতাবেক তদন্ত ও শুনানীকালে যেইরূপ সাক্ষ্য প্রমানণ পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে শিশুর বয়স সম্পর্কে শিশু আদালত তাহার মতামত লিপিবদ্ধ করবেন এবং শিশুর বয়স ঘোষণা করবেন।

অর্থাৎ যদি কোন কারণে শিশুর বয়স পূর্বে নির্ধারণ করা নাও হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আদালতের দায়িত্ব ধারা ২১ মোতাবেক উক্ত শিশুর বয়স নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে তার বয়স লিপিবদ্ধ করা এবং ঘোষণা করা। উক্ত বয়স নির্ধারণ বিষয়ে ধারা ২১(৩ক) মোতাবেক শিশু আদালত যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে যেকোন প্রাসঙ্গিক দলিল, রেজিস্টার, তথ্য বা বিবৃতি গ্রহণ ও যাচাই করতে পারবেন। ধারা ২১(৩খ) মোতাবেক দলিল, রেজিস্টার, তথ্য বা বিবৃতি উপস্থাপন করার জন্য আদালত যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওপর সাক্ষীর সমন জারি করতে পারবেন। ধারা ২১ এর উপধারা ৪ মোতাবেক শিশু আদালত কর্তৃক উদ্ঘাটিত এবং কোন শিশুর ঘোষিত বয়স এই আইনের উদ্দেশ্যে উক্ত শিশুর প্রকৃত বয়স বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীকালে উক্ত বয়স ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হলেও উহার কারণে শিশু আদালত কোন আদেশ বা রায় অকার্যকর বা অবৈধ হবে না।

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষী প্রমাণ পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, প্রসিকিউশন পক্ষ অত্র অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি মঞ্জুর করা হল।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, মাদারীপুর কর্তৃক দায়রা মামলা নং- ৩৯৫/২০১৫-এ প্রদত্ত
		বিগত ইংরেজী ২৫.০২.২০২১ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল ঘোষণা করা হল।
		আসামী আপীলকারী ইমরান শেখকে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি
		প্রদান করে খালাস প্রদান করা হলো। আপীলকারী এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে
		অব্যাহতি দেওয়া হলো।
		শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। অভিযুক্ত শিশুকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে বিচার
		করতে হবে যেন অভিযুক্ত শিশুর এটিই হয় শেষ অপরাধ। তা না হলে এই অভিযুক্ত
		শিশু ভবিষ্যতে আরও বড় অপরাধে জড়িয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করার
		সম্ভাবনা থাকে। শিশু আইন, ২০১৩ সঠিক ভাবে অনুসরণের নিমিত্তে কতিপয় নির্দেশ
		প্রদান জরুরী বিধায় নিমুবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হলো।
		বাংলাদেশের প্রত্যেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশনাঃ-
		১। অভিযুক্তকে আনার সাথে সাথে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রথমেই
		অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স নির্ধারণ করবেন। বয়স নির্ধারণের লক্ষ্যে যেকোন
		ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে যে কোন প্রাসঙ্গিক দলিল, রেজিস্টার, তথ্য
		বা বিবৃতি গ্রহণ ও যাচাই বাছাই করতে পারবেন। কোনো কারণে অভিযুক্ত
		ব্যক্তির বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে উক্ত কারণ বিস্তাারিতভাবে
		লিপিবদ্ধ করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করবেন।
		২। অভিযুক্তকে থানায় আনার পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত
		আসামীর বয়স যাচাই বাছাই অন্তে যদি অভিযুক্তের বয়স শিশু আইন,
		২০১৩ এর ধারা ৪ মোতাবেক ১৮ বছর এর নিম্নে হলে তিনি শিশুটিকে
		ধারা ৫/৪৫ মোতাবেক প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন।
		বাংলাদেশের প্রত্যেক থানায় কর্মরত প্রবেশন কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশনাঃ-
		১। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক আইনের সহিত সংঘাতে আসা কোনো
		শিশুকে থানা প্রবেশন কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থাপন করা হলে প্রবেশন
		কর্মকর্তা শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৬ এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য
		প্রতিপালন করে তদ্বিষয়ে লিখিত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করবেন।

তারিখ নোট ও আদেশ ক্রমিক নং বাংলাদেশের প্রত্যেক থানার আমলী আদালতের প্রতি নির্দেশনাঃ-১। পুলিশ কর্তৃক কোনো অভিযুক্তকে বয়স নির্ধারণ ব্যতিরেকে উপস্থাপন করা হলে অভিযুক্তকে শিশু মর্মে আপাতঃ প্রতীয়মান হলে আমলী আদালত প্রয়োজনে উক্ত অভিযুক্তের বয়স নির্ধারণের লক্ষ্যে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সমন জারী করে প্রয়োজনীয় দলিল, তথ্য, রেজিস্টার বা বিবৃতি তলব পূর্বক উক্ত অভিযুক্তের বয়স নির্ধারণ করবেন। ২। আমলী আদালত কর্তৃক উপরিল্লিখিতভাবে তদন্ত অন্তে যদি শিশু আইন, ২০১৩ এর ৪ ধারা মোতাবেক অভিযুক্ত শিশু হয়, সেক্ষেত্রে আমলী আদালত আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত উক্ত শিশুটিকে দ্রুত শিশু আদালতে প্রেরণ করবেন। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার শিশু আদালতের প্রতি নির্দেশনাঃ-১। আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত কোনো শিশুকে শিশু আদালতে প্রেরণ করা হলে শিশু আদালত প্রথমেই দেখবেন যে, উক্ত শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিশু আইনের বিধান মোতাবেক শিশুটিকে সঠিকভাবে প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট সাথে সাথে উপস্থাপন করেছিলেন কিনা? তা না করে থাকলে উক্ত কর্মকর্তা থেকে এতদ্বিষয়ে লিখিত কৈফিয়ত গ্রহণ করবেন এবং উক্ত কৈফিয়ত সম্ভোষজনক না হলে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর বয়স আমলী আদালত কর্তৃক একবার নির্ধারিত হলেও এক্ষেত্রে শিশু আদালত শিশু আইনের ২১ ধারা অনুসরণপূর্বক শিশুর বয়স নির্ধারণের সঠিকতা বিষয়ে একটি বিবৃতি নথিতে লিপিবদ্ধ করবেন। ২। শিশুটিকে প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা হয়ে থাকলে উক্ত

তারিখ নোট ও আদেশ ক্রমিক নং প্রবেশন কর্মকর্তা শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী শিশুটির প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে আদালত লক্ষ্য রাখবেন এবং যদি প্রবেশন কর্মকর্তা শিশুটির প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন না করে থাকেন উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ৩। শিশু আদালত বিচার কার্য পরিচালনার সময় শিশু আইনে বর্ণিত বিধি বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করবেন। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার বিচারিক আদালতের প্রতি নির্দেশনাঃ-১। যে কোন বিচারিক আদালতে বিচারের কোন পর্যায়ে কোন অভিযুক্তকে শিশু দাবী করা হলে কিংবা শিশু আইন. ২০১৩ এর ৪/২০ ধারার মর্মমতে কোন অভিযুক্তকে শিশু মর্মে আদালতের নিকট আপাতঃ প্রতীয়মান হলে উক্ত অভিযুক্তকে "শিশু" ঘোষণার জন্য দ্রুত অভিযুক্ত ও নথি শিশু আদালতে প্রেরণ করবেন। অবগতির জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ই-মেইলে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অবগতির জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ইমেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অবগতির জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর-কে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অবগতির জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সচিব, আইন মন্ত্রনালয়কে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অবগতির জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সকল থানার প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ

 ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রদান করা হলো।
		অবগতি ও পর্যালোচনার জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি Judicial
		Administration Training Institute (JATI)-তে ই-মেইল এর মাধ্যমে
		পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
		অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা
		হউক।
		(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)